بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ই আগস্ট, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আগামী জুমুআ থেকে আহমদীয়া জামাত, যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অতিথিদের আগমন শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশ থেকে যারা এই জলসায় অতিথি হিসেবে আসবেন অথবা যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে যারাই আসবেন, আল্লাহ্ তা'লা জলসা সালানার কর্তৃপক্ষকে উত্তমভাবে তাদের সেবা করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মেহমানদের সেবার জন্য যুক্তরাজ্যের দূর-দুরান্ত থেকে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলারা স্বেচ্ছায় সেবা করার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকে, আর অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা যতই বাড়ছে ব্যবস্থাপনাও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই সেবকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শিশু, যুবক, মহিলা, পুরুষ সবাই আনন্দচিত্তে কোন সময় জ্ঞান না রেখে নিজেদেরকে সেবার খাতিরে উপস্থাপন করে থাকে, আর অধিকাংশ যুবক এবং শিশুরা এই সেবা করাকে আল্লাহ্ তা'লার একটি বড় অনুগ্রহ মনে করে যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার তৌফিক দান করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পৃথিবীর সকল দেশেই এটি জামাতের সদস্যদের মানসিকতায় পরিণত হয়েছে যে, জামাতের সকল শ্রেণীর এবং সকল বয়সের লোকের জলসা সালানায় আগত অতিথিদের সেবা করতে হবে। গত সপ্তাহে জুমুআর দিন থেকে রবিবার পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত আমেরিকার জলসা ছিল। সেখানেও তাদের প্রোগ্রাম যা কিনা ইন্টারনেটে দেখানো হয়েছিল এবং ইউটিউবে এসেছিল, সেখান থেকে আমি একটি ইন্টারভিউ দেখেছিলাম, খোদ্দামুল আহমদীয়ার একজন কর্মকর্তার ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছিল আর জলসা সালানার প্রস্তুতির জন্য খাদেমগণ এবং স্বেচ্ছাসেবীরা কিভাবে কাজ করেছিল সে বিষয়েই তিনি বলছিলেন। একইভাবে সেখানে ১৯/২০ বছরের একটি ছেলের ইন্টারভিউও ছিল যার জন্ম এবং শৈশব কাল সেখানেই কেটেছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই যে সমস্ত কাজ তুমি করলে এর প্রতিদানে তুমি কি পাও? বা কত টাকা পাবে তুমি? অথবা কত ডলার পাবে? একই প্রশ্ন আরো অনেককেই করা হয়েছিল। তারা সবাই একই উত্তর দেয় আর সেই যুবকেরও উত্তরও এটিই ছিল, আমি যেমনটি বলেছি, সে সেখানেই বড় হয়েছে আর সেসব দেশে জাগতিকতার চিন্তাধারাই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তার উত্তর ছিল, আমরা তো স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এই কাজ করি। এর জন্য আমরা যে পারিশ্রমিক পাই তা জাগতিক লোকদের চিন্তার ঊর্ধ্বে। আমরা তো খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই কাজ করে থাকি। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের আহমদীদের চিন্তা-ধারা এমনই হয়ে থাকে, তা সে আফ্রিকান হোক বা ইন্দোনেশিয়ান হোক অথবা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী হোক কিংবা পশ্চিমা বিশ্বের কোন উন্নত দেশের অধিবাসী হোক না কেন। স্কুল কলেজের ছুটির দিনগুলোতে যেখানে জাগতিক প্রাধান্য হলো খেলাধূলা এবং ভ্রমণ করা, জাগতিক চাকরিজীবিরা যেখানে ছুটি পেলে বিশ্রাম করে এবং নিজ

পরিবারের সাথে সময় কাটায় ঠিক সেই সময় একজন আহমদীর দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হয়ে থাকে। যদি সেই ছুটির সময় কোন জলসা আগত হয় তাহলে এই দিনগুলোতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অফিসার, কর্মচারী, পেশাগতভাবে দক্ষ ব্যক্তি, সাধারণ শ্রমিক এবং শিক্ষার্থী সবাই নিজ নিজ গন্ডিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবায় নিজেদেরকে উপস্থাপন করে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে কোন বড় হলরুমে অথবা এমন জায়গায় জলসা হয়ে থাকে যেখানে অনেক সুযোগ-সুবিধা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকে কিন্তু যুক্তরাজ্যের জলসা এমন স্থানে হয় যেখানে প্রতিটি ব্যবস্থাপনা সাময়িকভাবে হয়ে থাকে এবং সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা যা সমস্ত জায়গায় এমনিতেই পাওয়া যায় তার ব্যবস্থাও সেখানে করতে হয়। অপরদিকে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এই শর্তও দেয়া হয় যে, কাজের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত, জলসার সমস্ত জিনিস গুছিয়ে সেই জায়গাকে আবার পূর্বের মত কৃষি জমি অথবা ফার্মল্যান্ড বানিয়ে দিতে হবে, আর এই সমস্ত কাজ ২৮ দিনের মধ্যে করতে হয়। অতএব সীমিত সময়ের মধ্যে অনেক বড় এই কাজ করার জন্য প্রচুর স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন হয়। কাজ শুরু করে শেষ করার যে সময় তা কাজের পরিধীর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে কাজ করার ফলে অনেক কাজ এমন রয়েছে যা ২৮ দিন নয় বরং তারও অনেক পূর্বেই শুরু হয়ে থাকে, যা সরাসরি জলসাগাহ্-তে তৈরি করা হয় না কিন্তু তা তৈরির জন্য দুই/তিন সপ্তাহ পূর্ব থেকেই স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ শুরু করে দেয়। যদিও এখানে কতক কর্মকর্তা এমন রয়েছেন যারা কিনা নিজেদের সময় এবং সম্পদের কুরবানী প্রায় দেড়/দুই মাস পর্যন্ত করতে থাকে। আর এই সময় স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য অনেক দীর্ঘ একটি সময়। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাজ্য জলসায় যেসব স্বেচ্ছাসেবী কাজ করার লক্ষ্যে কুরবানী করে থাকেন এবং ডিউটি দিয়ে থাকেন তারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বছরের পর বছর ধরে এই সেবা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তারপরও এমনও অনেক কর্মী রয়েছেন যারা নতুন অংশগ্রহণ করছেন। তাদের কতকের মেহমানদের সাথে কাজ করতে হয় বা তাদের সাথে ডিউটি দিতে হয়, আবার কতকের দায়িত্ব এমন যা জলসার দিনগুলোতে শুরু হবে। কতকের দায়িত্ব তো ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে কেননা মেহমানদের আগমন শুরু হয়েছে। অতএব আমি যেমনটি বলেছি, তাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য নিয়মানুযায়ী এখন আমি সংক্ষেপে কিছু কথা বলব। নিঃসন্দেহে কতক স্থানে মানুষের সেবা করার স্পৃহা অনেক বেশি হয়ে থাকে কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মেজাজ-মর্জি বা আচার-আচরণ থেকে থাকে। কেউ কেউ শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে থাকে আবার অনেকে সম্মক জ্ঞান না থাকার কারণে এমন কিছু কথা বলে বসে বা তাদের মাধ্যমে এমন কোন কথার সৃষ্টি হয় যা মেহমানদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। স্মরণ করানোর মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবীরা সতর্ক হয়ে যায় এবং আরো বেশি মনোযোগের সাথে নিজ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। নতুবা আমি তো মোটেও এ কথায় বিশ্বাসী নই যে, কর্মকর্তারা সাধারণত সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে কাজ করে না। নিঃসন্দেহে এই সমস্ত কর্মকর্তারা সেবার স্পৃহা নিয়েই কাজ করে থাকে। আর স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং সতর্ক করে দেয়াও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। তাই প্রতি জলসার এক জুমুআ পূর্বে আমি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। মেহমানদের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আতিথেয়তার কথা স্মরণ করিয়ে এর গুরুত্ব স্পষ্ট করেছেন। আর মহানবী (সা.)ও বিভিন্ন স্থানে আতিথেয়তার গুরুত্ব ও এর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বিশেষভাবে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন, বরং ধর্মের খাতিরে সফর করে আসা

মেহমানদের আতিথেয়তা করাকে নিজের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অতএব এক স্থানে তিনি (আ.) লিখেন, এই প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শাখা হলো, অতিথিগণ এবং সত্যের অন্বেষণে ও অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তিগণ যারা এই স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পেয়ে নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রেরণায় সাক্ষাত করতে এসে থাকেন। তিনি বলেন, এই শাখাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে হাজার হাজার সংখ্যক লোক আগমন করছে। কাদিয়ানের মত ছোট এক গ্রামে, যেখানে সে যুগে কোন ধরণের সুযোগ-সুবিধাই ছিল না, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মেহমানদের আতিথেয়তার জন্য বাটালা অথবা অমৃতসর থেকে দ্রব্য-সামগ্রি আনাতেন। এমতাবস্থায় অনেক সময় মানুষ অস্থিরও হয়ে পড়ে কেননা আনা নেওয়ার বা যাতায়াতের কোন মাধ্যম নেই। অনেক সময় পায়ে হেঁটে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় ঘোড়ার গাড়িতে অথবা 'এক্কা গাড়ি'-তে করে যেতে হতো। এহেন পরিস্থিতিতে এমন দূরবর্তী কোন এলাকায় আতিথেয়তা করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়কে দৃঢ় করার জন্য প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন, একটি আরবী ইলহাম হয় যার অর্থ হলো, অত্যধিক পরিমাণে মানুষ তোমার দিকে আসবে। অতএব তোমার জন্য আবশ্যক হবে তুমি যেন তাদের সাথে খারাপ আচরণ না কর, আর এটি তোমার জন্য আবশ্যক হলো তুমি যেন তাদের আধিক্য দেখে ক্লান্ত না হও। আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে অনুষ্ঠিত জলসার মাধ্যমে আমরা সেই দৃশ্য দেখতে পাই যে, মানুষ অত্যধিক সংখ্যায় আগমন করে আর আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক খাদ্য গ্রহণ করে। আর যুক্তরাজ্যে যুগ খলীফার উপস্থিতিতে জলসা হওয়ার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেহমানরা এখানে এসে থাকে। তারা কেবল এজন্যই আসে যাতে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন হয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা আজ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী নিঃস্বার্থ, নিবেদিত, অক্লান্ত এবং বিরক্তিহীনভাবে এসব মেহমানদের সেবা করে যাচ্ছে। আর এটিই আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা এই মেহমানদের সেবা করি এবং জলসার ব্যবস্থাপনাকে উত্তম রূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করি। জলসায় অ-আহমদী এবং অ-মুসলিমরাও এসে থাকে, আর কর্মীদের কাজ দেখে তারা সবসময় মুগ্ধ হয়। সেইসাথে এটি দেখেও তারা আশ্চর্যান্বিত হয় যে, ছোট ছোট শিশুরা কিভাবে নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে এবং দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে।

গত বছর উগান্ডা থেকে সেখানকার একজন মন্ত্রী মেহমান হিসেবে এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসায় আতিথেয়তা এবং ব্যবস্থাপনা দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, কিভাবে মানুষ স্বেচ্ছায় এতটা কুরবানী করছে। আমার কল্পনাতেও ছিলনা যে, আমি এমন এক জলসায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি যেখানে মানুষ নয় বরং ফিরিশতাদের কাজ করতে দেখা যাবে। তিনি বলেন, কেউ যদি বিশ বারও কিছু চায় তবুও হাস্যবদনে তা এনে দেয়া হয়। অনেকে এ কথাও বলেন যে, ছোট ছোট শিশুদের বিমলীন চিত্তে খাবারের দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। জলসাগাহ্-তে তাদেরকে পানি খাওয়াতে দেখলাম তা-ও অত্যন্ত আনন্দচিত্তে। তারা বারবার আমাদের প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতো, পানির কথা জিজ্ঞেস করতো, আর এটি শুধু বিশেষ মেহমানদের জন্যই নয় বরং প্রত্যেক অতিথির ক্ষেত্রে কর্মীদের আচরণ এমনই ছিল। আর এটিই সেবার চেতনার সেই গুণ যা কেবল আহমদীয়া জামাতের কর্মীদেরই বৈশিষ্ট্য, আর তাই হওয়া উচিত। অতএব এই বিশেষ গুণকে প্রতিটি কর্মীর সর্বদা ধারণ করা প্রয়োজন, তা সে যে বিভাগেই কাজ করুক না কেন। মেহমানরা যখন আমাদের জলসায় আসেন তখন বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়। যেমন

আসার সাথে সাথেই অভ্যর্থনা বিভাগের সাথে তাদের কাজ শুরু হয়। অভ্যর্থনা বিভাগ সাধারণত খুব ভালোভাবেই মেহমানদের অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকে। মেহমানরা যখন সফর করে আসেন, বর্তমানে সফরকালীন যত সুযোগ-সুবিধাই থাকুক না কেন তবুও সফরের ক্লান্তি ও শ্রান্তি এসেই থাকে, তাই অভ্যর্থনা বিভাগের এই বিষয়টি সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এই বিভাগের একটি অংশ তো এয়ারপোর্টে মেহমানদের স্বাগত জানানোর কাজ করে থাকে। আর সাধারণত ব্যবস্থাপনা ভালোই হয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত কতক সফরকারী মেহমান গাড়িতে করেও এসে থাকেন অথবা বাসে কয়েক ঘন্টা সফর করে আসার কারণে তারা ক্লান্ত হয়ে যায়। আর তারা যদি জামাতী অবস্থানস্থলে গিয়ে উঠে তাহলে সেখানকার ব্যবস্থাপনার মহানবী (সা.)-এর এই কথাকে স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজ ভাইয়ের সাথে হাস্যবদনে মিলিত হও এবং এটি একটি সদকা। অপর এক জায়গা তিনি (সা.) বলেন, ক্ষুদ্র নেকী বা পুণ্যকেও তুচ্ছ জ্ঞান করো না। অতএব নিজ ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাও একটি পুণ্য কাজ। দেখুন ইসলামের শিক্ষা কত সুন্দর, অতিথিদের সম্মান করার নির্দেশ তো এমনিতেই রয়েছে যার বিপরীতে প্রতিদানও রয়েছে, তারপর আবার আগত মেহমানদের সাথে হাসিমুখে কথা বলাকে সদকার সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর সদকার সাথে তুলনা করার ফলে তাকে সোয়াবের অংশীদারও বানানো হয়েছে, দ্বিগুণ সোয়াব, যার একটি হলো আতিথেয়তা আর অপরটি হলো হাস্যবদনে কথা বলে সদকা সমতুল্য পুণ্য অর্জন করা। অতএব ভালোবাসার সাথে এবং হাসিমুখে কথা বলা একটি পুণ্য কাজ হিসেবে গন্য হয়, আর এই পুণ্যের ফলে কতটা পুরস্কার দেয়া হবে তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

এরপর পথ দেখিয়ে দেয়াকেও মহানবী (সা.) এক প্রকার সদকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই কাজের জন্য যে বিভাগ নির্ধারিত আছে তাদেরও এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আগত অতিথিদের সাথে প্রথমত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করুন। এরপর সাহায্যকারীদের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের থাকার জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে দিন। বিশেষত যখন মহিলা এবং শিশুরা এসে থাকে অর্থাৎ যখন কেবল মহিলারাই থাকে এবং কোন পুরুষ তাদের সাথে না থাকে, আর তাদের সাথে শিশু থাকে, তাদেরকে স্ব স্ব থাকার জায়গায় পৌঁছে দেয়া অভ্যর্থনা বিভাগের অথবা এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব। আর এটি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়, কখনো কখনো জিনিসপত্র উঠানোরও প্রয়োজন পড়ে, তখন তাদের সাহায্য করা উচিত। একইসাথে হাসিমুখে কথা বলা কেবল অভ্যর্থনা বিভাগেরই কাজ নয় বরং প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদের এটি দায়িত্ব। আজকাল পরিস্থিতির কারণে ইমেজ কার্ড/পরিচয়পত্র সাথে রাখা জরুরী। বাহির থেকে আগত কিছু মানুষ পরিচয়পত্র বা সত্যায়নপত্র সাথে নিয়ে আসেন, এরপর তাদের জন্য জলসার কার্ড এখান থেকে বানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু অনেক সময় এমন পরিস্থিতিও সামনে আসে যে, কতকের নিকট সত্যায়নপত্র থাকে না। এমতাবস্থায় নিশ্চয়তা প্রদান করা খুবই জরুরী হয়ে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয়তা না পাওয়া যায় ততক্ষণ তাদের কার্ডও বানানো যায় না। আর এই সত্যায়ন প্রক্রিয়া হওয়া উচিত, কিন্তু সেই সময়টুকুতে আগত ব্যক্তিদের সাথে সদাচরণ করে তাদের জন্য বসার জায়গার ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরী বিষয়। অনেক সময় তাদের সাথে ছোট শিশু থাকার কারণে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে তারা অস্থির হয়ে যায়। অতএব প্রথমত প্রত্যেক আগত অতিথির এটি খেয়াল রাখা উচিত যে, আপনারা যখন জলসায় আসবেন তখন জামাতী সত্যায়নপত্র সাথে নিয়ে আসা উচিত অথবা নিজ পরিচয় পত্র সাথে আনা

উচিত। আর যদি কোন কারণে কেউ সেটি রেখে আসে তাহলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিজেদের কার্যক্রম চলাকালীন তাদেরকে সহযোগিতা করুন, আমি যেমনটি বলেছি তাদের বসার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এরপর অতিথিদের খাবার খাওয়ানোর বিষয়টি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জামাতী ব্যবস্থাপনায় যেসব মেহমান অবস্থান করছেন তারাও রয়েছেন। তাদের খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে দিনে দু'বার অথবা তিন বার খাবার সরবরাহ করা প্রয়োজন। কিন্তু জলসার তিন দিন জলসা শুনার জন্য আগমনকারী প্রত্যেক মেহমানই সাধারণত দুপুরের খাবার জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে খেয়ে থাকেন। খাদ্য বিষয়ক অফিসার এবং সহকারীগণ এই কথা স্মরণ রাখুন যে, তখন মেহমানদের সাথে হাসিমুখে কথা বলতে হবে। হাসিমুখে কথা বলা মেহমানদের প্রাপ্য অধিকার। আর এটি মেযবান বা স্বাগতিকদের জন্য ফরয বা আবশ্যক। কিছু অতিথি খাবারের ব্যাপারে কর্মকর্তাদের কষ্ট দিয়ে থাকে। তারা বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করে থাকে অথবা বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা প্রকাশ করে যে, এটি চাই, সেটি চাই। কিন্তু তারপরও কর্মকর্তাদের সহ্য করা উচিত। খাবার এমন একটি জিনিস যেখানে খাবার পরিবেশনকারীদের সামান্য দৃষ্টিহীনতা অথবা তুচ্ছ কোন কথাও মেহমানদের আবেগে আঘাত হানে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা অতিথি আপ্যায়নের সময় এমন আদর্শ স্থাপন করতেন যা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একজন সাহাবীকে মহানবী (সা.) যখন কোন মেহমান সাথে নিয়ে যাওয়ার এবং খাবার খাওয়ানোর জন্য বলেন তখন সেই সাহাবী মেহমানকে নিজ বাসায় নিয়ে যান ঠিকই কিন্তু তার স্ত্রী বলেন, ঘরে খুব সামান্য খাবার অবশিষ্ট আছে যা সন্তানদের জন্য রাখা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তখন এই পরামর্শ করে যে, সন্তানদেরকে যেকোনভাবে সান্তনা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে, আর মেহমানের সামনে যখন খাবার দেয়া হবে তখন প্রদীপ বা আলো নিভিয়ে দেয়া হবে। এরপর সেই অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এমন ভাব করে যেন তারাও খাবার খাচ্ছে যাতে করে মেহমান তৃপ্তিসহকারে খেতে পারে, আর সে যেন এটি বুঝতে না পারে যে, তারা আসলে খাবার খাচ্ছে না। যাহোক এই কৌশল অবলম্বনের কারণে মেহমান বুঝতে পারেনি আর এভাবেই সেই সাহাবী এবং তার স্ত্রী অতিথি আপ্যায়ন করেন এবং মেহমান তৃপ্তিসহকারে খাবার গ্রহণ করেন। সকালে যখন সেই আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হলেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমার রাতের বিষয় এবং কৌশল দেখে আল্লাহ্ তা'লাও হেসেছেন। সেই পরিবার এই কুরবানী এজন্য করেছিল কেননা সেই মেহমান বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর মেহমান ছিল। সাধারণত সাহাবীরা তো মেহমানদের আপ্যায়ন করতেন কিন্তু সেই মেহমানের সাথে এই বিশেষ ব্যবহারের এটিও একটি কারণ ছিল। আজকের যুগে আমাদের প্রত্যেক কর্মী এই কুরবানী এজন্য করে থাকেন এবং এই স্পৃহা নিয়েই তাদের এই কুরবানী করা উচিত যে, তারা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের অতিথিদের সেবা করছেন। যদিও ক্ষুধার্ত থাকার কুরবানী অথবা নিজের খাবার অতিথিদেরকে খাওয়ানোর কুরবানী, এমনকি সন্তানদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুম পাড়ানোর কুরবানী অনেক বড় কুরবানী, যা আজকাল দিতে হয় না। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর সকল স্থানে যেখানেই জামাতের দৃঢ় কাঠামো প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেখানে লঙ্গরখানা চালু আছে। আর বিশেষ করে জলসার সময় তো এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। আমাদের তো কেবল লঙ্গর থেকে খাবার নিয়ে মেহমানদের সামনে পরিবেশন করার সেবাটুকুই করতে হবে এবং তাদের সাথে একটু হাসিমুখে কথা বলতে হবে। আর এতেই আল্লাহ্ তা'লা খুশি হয়ে যান যে, এই ব্যক্তি ধর্মের খাতিরে সফর করে জলসায় আগত অতিথিদের সেবা করেছে। আর যদি সঠিকভাবে

আতিথেয়তা না করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন। একবার কতিপয় অতিথির সাথে অত্যন্ত ভালো আচরণ করা হয়েছে আর কতিপয় অতিথিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যিয়াফত বিভাগের যে ব্যবস্থাপনাই ছিল বা যারাই তখন কর্মী ছিলেন তারা এমন কাজ করেছিলেন যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা সেই রাতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অবগত করেন যে, রাতে লৌকিকতা করা হয়েছে বা লোক দেখানো কাজ করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে মেহমানদের সেবা করা হয়নি, কতক মিসকীন খাবার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এতে ভীষণ অস্তুষ্ট হন এবং লঙ্গরের ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে নিয়ে নেন। বরং এটিও বর্ণনা করা হয় যে, তিনি সেই কর্মকর্তাদেরকে ছয় মাসের জন্য কাদিয়ান থেকে বের করে দেন। অতএব আমরা যখন সেবা করার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করি তখন কোন প্রকার ভেদাভেদ না করে সকলের সেবা করা উচিত। জলসায় আগত প্রত্যেকেই জলসার মেহমান। তাই প্রত্যেকের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং হাসিমুখে কথা বলা অত্যন্ত জরুরী। এমন নয় যে, অমুক ধনী ব্যক্তি অথবা অমুক বিশিষ্ট মেহমান, তাকে অমুক জায়গায় খাবার খাওয়াতে হবে আর অমুককে নয়। যেখানেই খাবারের ব্যবস্থা করা হয় সেখানেই খাবার খাওয়াবেন। কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক আহমদীর উচিত একই স্থানে খাবার খাওয়া। কিছু স্থান বিশেষ মেহমান এবং অ-আহমদী কিংবা অ-মুসলিমদের জন্য বনানো হয়েছে, সেখানে কেবল তাদেরই যাওয়া উচিত। এদিকেও ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি রাখা উচিত। আমি জানি যে, কতক কর্মকর্তা এমন রয়েছেন যারা নিজেদের পরিচিতজনদের সেখানে খাবার খাওয়াতে নিয়ে যায় যা কিনা শুধুমাত্র মেহমানদের জন্য নির্ধারিত থাকে। তাই সাধারণভাবে কোন আহমদী কর্মকর্তাই হোক বা অন্য যে কেউ হোক, তার সাধারণ মেহমানদের জায়গায় গিয়েই খাবার খাওয়া উচিত।

একই সাথে আমাদের এই দোয়াও করতে থাকা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ক্ষুদ্র সেবাকে গ্রহণ করেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের জন্য করা হচ্ছে এবং আমাদের সকল আমল বা কর্ম যেন সকল প্রকার লৌকিকতামুক্ত ও কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে অনেক সময় মেহমানদের সংখ্যা এতটাই বেড়ে যেত যে, তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ত কেননা কাদিয়ান কোন বৃহৎ জায়গা ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ অনুযায়ী যে, 'ঘাবড়িও না আর ক্লান্তও হয়ো না' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মেহমানদের জন্য যথাসম্ভবব সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আদেশ দিতেন। অনেক সময় পরিস্থিতি এমনও হয়েছে যে, শীতের দিনে অনেক বেশি মেহমানের আগমনের কারণে তিনি (আ.) নিজের ও সন্তানদের গরম কাপড়ের বিছানা-পত্রও মেহমানদের দিয়ে দিয়েছেন। একবার এত বেশি মেহমানের আগমন হয় যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজান এটি ভেবে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, এখন মেহমানরা কোথায় থাকবে আর কিভাবে তাদের ব্যবস্থা করা হবে? এই পরিস্থিতিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে একটি গল্প বা কাহিনী শুনান যে, এক মুসাফির জঙ্গল অতিক্রম করার সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, আর রাতের অন্ধকার ছেয়ে যায়, কাছাকাছি এমন কোন শহর বা বসতি ছিল না যেখানে গিয়ে সে বিশ্রাম নিতে পারে। তাই কোন উপায় না দেখে সেই বেচারা রাত অতিবাহিত করার জন্য একটি গাছের নিচে বসে পড়ে। সেই গাছের ওপর একটি পাখির বাসা ছিল যাতে অবস্থানরত দু'টি পাখি মিলে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, গাছের নিচে বসে থাকা এই ব্যক্তিটি আজকে আমাদের মেহমান আর এ কারণে তার আতিথেয়তা করা আমাদের জন্য আবশ্যকীয়। এখন কিভাবে

তার আতিথেয়তা করা হবে সেই বিষয়ে পাখি দু'টি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রথমত এটি শীতের রাত, আমাদের মেহমানের শীত লাগবে। তাই আগুন পোহানোর জন্য কোন কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। অতপর তারা ভাবে যে, আমাদের কাছে তো নিজেদের এই বাসাটি ছাড়া আর কিছুই নেই, তাই এটিকে যদি নিচে ফেলে দেই তাহলে এর ডাল-পালা দিয়ে আগুন জালিয়ে আমাদের মেহমান কিছুক্ষণ হলেও শীত নিবারণ করতে পারবে। অতএব তারা নিজেদের বাসাটি নিচে ফেলে দেয় আর সেই ব্যক্তি এটি জালিয়ে আগুন পোহাতে থাকে। অতপর পাখি দু'টি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমাদের কাছে তো মেহমানের খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই তাই চল আমরা নিজেরাই এই জলন্ত আগুনে ঝাপ দেই, আর এতে করে যখন আমরা আগুনে ভুনা হয়ে যাব তখন মেহমান আমাদেরকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। অতএব তারা এমনই করে আর এভাবে মেহমানের খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কাহিনী শুনানোর উদ্দেশ্য ছিল মেহমানদের আগমনের কারণে বিচলিত না হয়ে মানুষের যথাসম্ভব সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে আতিথেয়তা করতে থাকা উচিত। অতএব এটি আমাদের সবার জন্য একটি শিক্ষনীয় বিষয়, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা স্বয়ং নিজেদের এই কাজের জন্য উপস্থাপন করে আর নিজ দায়িত্বে ডিউটি পালনের ক্ষেত্রে পূর্ণ চেষ্টা করে থাকে। ডিউটি প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ থেকে থাকে। যেমন কার বা গাড়ি পার্কিংয়েরও একটি বিভাগ রয়েছে, এটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। অনেক সময় মেহমানরা এখানে দুর্ব্যবহারও করে আর কর্মীদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে পার্কিং না করে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পার্কিং করতে চায়। এমন পরিস্থিতিতে কর্মীদের উচিত যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে শান্তভাবে বুঝানো, এরপর তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবগত করা। বিগত বছরে এই অভিযোগ এসেছে যে, গাড়ি নিয়ে আগমনকারী কতিপয় বোন বা মহিলা বলেছেন যে, আমরা গাড়ী আরো সামনে নিয়ে যাব যার ফলে সেখানে দায়িত্বরত কর্মীদের সাথে তাদের বাকবিতণ্ডাও হয়েছে। নিঃসন্দেহে নিজের কর্তব্য পালন করা প্রত্যেক কর্মীর আবশ্যকীয় দায়িত্ব আর বর্তমান পরিস্থিতিতে তো আরো অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত বিশেষ করে পার্কিং-এর ক্ষেত্রে। কিন্তু একই সাথে আমি যেমনটি বলেছি, উত্তম আদর্শেরও বহিঃপ্রকাশ হওয়া চাই। যদি কারো কোন বৈধ চাওয়া থাকে এবং অসুস্থ্যতা বা অন্য কোন কারণ থাকে তাহলে তাকে শান্তভাবে বুঝিয়ে বলুন যে, আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সংবাদ পাঠাচ্ছি, তিনি হয়তো আপনার জন্য কোন ব্যবস্থা করে দিবেন। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত তার কাছে সুন্দরভাবে এই আবেদনও করুন যে, আপনি একপাশে অপেক্ষা করুন। আর অপর দিকে মেহমানকেও এই বিষয়টি বুঝতে হবে যে, বাকী যে ট্রাফিক বা যানবাহন রয়েছে তা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় কেননা কোন কোন সময় এই তর্ক বা বিতন্ডায় গাড়ীর লম্বা লাইন লেগে যায় আর অন্যদের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। অতপর জলসার কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর মানুষ যখন জলসাগাহ্-তে আসতে শুরু করে তখন সেখানে যারা বসে আছেন তাদেরও অসুবিধা হয়। প্রতিটি বিষয় যা বিগত জলসায় সামনে এসেছে ব্যবস্থাপকদের উচিত হবে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং প্রতিটি বিভাগ যাদের সামনে এসব দৃষ্টান্ত রয়েছে তাদেরও পর্যালোচনান্তে অফিসার জলসা সালানা-কে অবগত করা উচিত যে, কীভাবে এর উত্তম ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেন এ বছর অপেক্ষাকৃত উত্তম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়। ছোটখাট সমস্যা তো হয়েই থাকে কিন্তু চেষ্টা করা উচিত যেন যথাসম্ভব কম সমস্যা সৃষ্টি হয়।

স্ক্যানিং এবং চেকিং এর ক্ষেত্রেও সকল প্রকার সাবধানতার অবলম্বন করা চাই যেন মানুষের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয় আর কোনভাবেই যেন তাদের কষ্ট না হয়। মূল প্রবেশ দ্বার এবং জলসা গাহ্-র প্রবেশ পথে বার বার এই এলানও করা হয়ে থাকে যে, আগমনকারীরা নিজ নিজ কার্ড সামনে রাখুন আর সারিবদ্ধ হয়ে থাকুন যেন দ্রুততার সাথে লোকেরা প্রবেশ করতে পারে।

একইভাবে মহিলা এবং পুরুষ উভয় স্থানেই গোসলখানায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কর্মী রয়েছে, অনেক সময় তারা বিচলিত থাকে যে, মানুষ বাথরুম বা টয়লেট নোংরা করে রেখে যায়। অনেক সময় সাহায্যকারীরা বার বার ঘোষণার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, পরিচ্ছন্নতার দিকেও দৃষ্টি দিবেন কেননা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ। তাই নিজেদের গন্ডিকেও পরিষ্কার রাখুন আর গোসলখানাও পরিষ্কার করে যান, কিন্তু যদি মেহমান হয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন বিষয়। সাধারণত মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা করে থাকে আর গত বছর পর্যন্ত রিপোর্ট তাই ছিল কিন্তু কেউ যদি সহযোগিতা না করে তাহলেও দায়িত্বরত কর্মীরা নিজেই পরিষ্কার করুন আর এটিই তার ডিউটি হয়ে থাকে। সেই সাথে এই বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন যে, কোনভাবেই তার পক্ষ থেকে যেন মন্দ আচরণ পরিদৃষ্ট না হয় আর আমরা যেন কখনোই ধৈর্য্যহারা না হই। একইভাবে জলসাগাহ্-র অধিকাংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ কর্মীদেরই করতে হয়। তাই জলসা গাহ্-র কোন স্থান যেন নোংরা না থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখুন। মহিলা এবং পুরুষ উভয় অংশেই একই অবস্থা হয়ে থাকে, অনেক সময় ছোট শিশুরা ওয়ানটাইম গ্লাস, কৌটা ইত্যাদী ব্যবহৃত সামগ্রি যত্রতত্র ছুড়ে ফেলে বরং কখনও কখনও বড়রাও অসাবধানতাবশত অনুরূপ কাজই করে। এমন হলে সাথে সাথেই তা পরিস্কার করতে থাকুন যাতে পরবর্তীতে কর্মীদের, বিশেষ করে গোটানোর কাজে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য সুবিধা হয়। কেননা সেসব কর্মীদের জন্য কেবল জলসা গাহ্ থেকে মার্কি উঠিয়ে নেয়া আর বড় বড় সব আসবাব পত্র গুটিয়ে নেয়ার কাজই থাকে না বরং সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সর্ব প্রকার আবর্জনা ও বর্জ্য, কাগজপত্র ইত্যাদিও উঠিয়ে নেয়া অপরিহার্যরূপে নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবেই কাউন্সিল আমাদেরকে জলসা করার অনুমতি দেয়। যাহোক এদিকেও সযত্নে অতিথিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকা উচিত যে, যেখানে সেখানে টিনের কৌটা ইত্যাদি আবর্জনা না ফেলে তা যেন নির্ধারিত ডাস্টবিনে ফেলা হয়।

এছাড়া জলসার তরবিয়ত বিভাগের এদিক থেকেও কার্যকর হওয়া উচিত যে, তারা যেন জলসায় আগমনকারী ব্যক্তিদের জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। জলসার কর্মীবৃন্দ যারা বিশেষভাবে সেবার জন্য নিজেদেরকে পেশ করে তাদের জন্য আবশ্যকীয় হলো তারা যেন নিঃস্বার্থ হয়ে সেবা কর্ম প্রদান করে। আর যেমনটা আমি পূর্বেই বলেছি সাধারণভাবে জলসায় নিয়োজিত কর্মীরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভের প্রেরণা নিয়েই কাজ করে থাকেন কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ভুল-ত্রুটিও দেখা যায়। তাদের সর্বদা মহানবী (সা.)-এর উক্ত উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সর্বাবস্থায় উত্তম ব্যবহার প্রকাশ পাওয়া উচিত। একইভাবে প্রত্যেক কর্মীর সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকা উচিত। নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখা শুধুমাত্র নিরাপত্তাকর্মীদেরই দায়িত্ব নয় বরং প্রত্যেক কর্ম বিভাগের প্রতিটি কর্মীকেই নিজ নিজ গন্ডিতে পর্যবেক্ষণকারী হতে হবে। কর্মীদের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, জলসা শেষ হওয়ার পর সবকিছু গুটানোর কাজে নিয়োজিত কর্মীরাই কেবল সেই কর্মে থাকবেন না বরং প্রত্যেক কর্মীরই সেই সময় পর্যন্ত জলসা গাহ্-তে অবস্থানরত থাকা উচিত, যাদেরই সেখানে ডিউটি রয়েছে বা যতক্ষণ পর্যন্ত

অতিথিরা সেখানে অবস্থান করবেন কিংবা নির্ধারিত কর্মকর্তাগণ যতক্ষণ তাদেরকে এই কথা বলে বিদায় না দিচ্ছেন যে, 'এখন আপনাদের ছুটি, আপনারা এবার যেতে পারেন'। আর বিশেষত কর্মীদের এবং সাধারণভাবে জামাতের আপামর সদস্যদেরও এই দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন করার তৌফিক দান করুন। সকল কর্মীবৃন্দ যারা এখন সেখানে অর্থাৎ জলসা গাহ্-তে কর্মরত আছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা সব দিক থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখুন। কখনও কখনও অনেক ভারী মালামাল উঠানোর কাজ করতে হয় আর এতে অনেক সময় আঘাত পেয়ে আহত হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। আল্লাহ্ তা'লা সার্বিকভাবে সবাইকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দান করুন।

আল্লাহ্ তা'লা সব দিক দিয়ে এই জলসাকে কল্যাণমন্ডিত করুন এবং সফলতা দান করুন। যে কোন প্রকার বিরোধিতা আর কদাচারীদের দূরভীসন্ধি থেকে আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে সুরক্ষিত রাখুন এবংপ্রত্যেক কর্মীকে আল্লাহ্ তা'লা এই তৌফিক দিন যাতে তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জলসায় আগমনকারী অতিথিবৃন্দকে উত্তম মানের সেবা প্রদান করে ও হাসিমুখে সেবায় রত থাকে।

জলসার কর্মীবৃন্দ, যারা সেবার উচ্চমান অর্জন করেছেন বা মর্যাদাকর যে অবস্থানে তারা পৌঁছেছেন প্রতিবার তার চেয়েও উচ্চতর মর্যাদায় তারা পৌঁছতে থাকুন আর এবারও পূর্বের চেয়ে অধিক সেবা প্রদানকারী হোন। এতে কখনোই ঘাটতি হওয়া উচিত নয়। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্মুখপানে অগ্রবর্তী হওয়া উচিত আর সেবা এমন মানের হলে পরেই আল্লাহ্ তা'লার কৃপাদৃষ্টি লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।